SUṢAMĀ : Multidisciplinary Research Journal ISSN: 3107-4529
Vol. 1, Issue-2, (Apr-Jun) 2025

আচার্য মনু বিরচিত মনুসংহিতায় বর্ণ ও জাতির স্বরূপ

Sukanta Ghosh
Research Scholar
Visva Bharati University
Bolpur, West Bengal, India
Email: sukantavb1995@gmail.com

Abstract: আচার্য মনু 'মনুসংহিতা' নামক স্মৃতিশাস্ত্র গ্রন্থটি রচনা করেন। স্মৃতিশাস্ত্রটি বারোটি অধ্যায়ে বিভক্ত, যেখানে তিনি সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করেছেন। তাঁর মধ্যে দশম অধ্যায়ে গুণ ও কর্মের উপর ভিত্তি করে মনুর মতানুসারে চতুর্বর্ণ বর্ণব্যবস্থার ও তাঁর থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন জাতির স্বরূপ বিশ্লেষণ করাই আমার নিবন্ধের আলোচ্য প্রতিপাদ্য বিষয়।

Keywords: জাতি, বর্ণ, মনু, স্মৃতি, মনুসংহিতা।

ভূমিকা—

আচার্য মনু আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক হইতে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যে 'মনুসংহিতা' নামক গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটি স্মৃতিশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র অথবা মানবধর্মশাস্ত্র নামেও পরিচিত। সমগ্র 'মনুসংহিতা' স্মৃতি শাস্ত্র গ্রন্থটি ১২ টি অধ্যায়ের বিভক্ত,অনুষ্টুপ্ ছন্দ এবং ২৬৯৫টি শ্লোকবিশিষ্ট যা ভারতীয় সমাজ জীবনের সাথে সর্বত্রই ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

মনুর মতে বর্ণ ও জাতির স্বরূপ —

মনুসংহিতায় আচার্য মনু জন্মগত জাতি ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেননি। তিনি গুণ ও কর্মের উপর ভিত্তি করেই সমাজে বর্ণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। 'বর্ণ' শব্দটি বৃঞ ধাতু থেকে উৎপত্তি হয়েছে যার অর্থ হলো- চয়ন অথবা নির্ধারণ করা। গুণ ও কর্মের উপর ভিত্তি করেই আচার্য মনু বর্ণ নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায় ৩১ নং শ্লোকে চতুর্বর্ণের কথা উল্লেখ করেছেন—

লোকানাং তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্তয়ৎ॥

অর্থাৎ, পৃথিব্যাদির লোক সকলে সমৃদ্ধি কামনায় পরমেশ্বর নিজের মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য এবং পা থেকে শূদ্র এই চারটি বর্ণ সৃষ্টি করলেন।

এই চতুর্বর্ণের মধ্যে প্রথম তিনটি বর্ণকে 'দ্বিজাতি' আখ্যা দেওয়া হয়। কারণ,মাতৃগর্ভ থেকে এক প্রকার জন্ম হওয়ার পর উপনয়ন সংস্কারবিধির মাধ্যমে দ্বিতীয় জন্ম হয়। আর শূদ্ররা 'একজাতি' কারণ এদের উপনয়নরূপ সংস্কার বিধি নেই। উল্লেখিত চতুর্বর্ণ ছাড়া আচার্য মনু পঞ্চম কোন বর্ণ স্বীকার করেন না।[১]

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্র নাস্তি তু পঞ্চমঃ॥১॥

যদিও এই চতুরবর্ণের উল্লেখ বহুকাল পূর্বেই ঋগ্বেদের দশম মন্ডলের পুরুষসূক্তে

উল্লেখ উক্ত হয়েছে। যেখানে 'বর্ণ' বিষয়ের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়।[২]

ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্বৈস্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥২॥

গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভাগবতগীতায় চতুর্থ অধ্যায়ে ১৩ নং শ্লোকে চতুর বর্ণের সৃষ্টি করেছেন—

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুনকর্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্॥

এছাড়া আচার্য মনু আরোও বলেছেন যে, গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে ব্রাহ্মণ শূদ্র হতে পারে আবার শুদ্রও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করতে পারে। একইভাবে ক্ষত্রিয়ও বৈশ্য এবং বৈশ্যও নিজ নিজ গুণ ও কর্মের দ্বারা বর্ণ পরিবর্তন করতে সক্ষম ছিল।[৩]

মনুসংহিতায় মনু বর্ণিত চতুর্বর্ণের বাইরেও বহু সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। যদিও মনু এদের চতুর্বর্ণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেননি কারণ তার শাস্ত্র নির্দিষ্ট কোন বিধিবৎ আচার -আচরণ এবং সংস্কার বিধি মেনে চলত না। তাই মনু এদের অন্ত্যজ বলে উল্লেখ করেছেন। এই সময় অসবর্ণ বিবাহের রীতির প্রচলন শুরু হয়েছিল এবং তা থেকে বহু অনুলোম[৪] ও প্রতিলম বিবাহের[৫] ফলে অনেক সঙ্ককরজাতির উদ্ভব ঘটেছিল। তিনি মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ে প্রায় পঞ্চাশটিরও বেশি সংকর জাতির স্বরূপ পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেছেন, ব্রাহ্মণ দ্বারা বৈশ্যাতে উৎপাদিত 'অম্বষ্ঠ বা ভৃজ্যকণ্ঠ' নামে সন্তান জন্মে এবং শূদ্রাতে উৎপাদিত সন্তান 'নিষাদ বা পারশব, নামে কথিত হয়।[৬] এরপর ক্ষত্রিয় থেকে শূদ্রাতে উৎপন্ন সন্তান ক্রুরচার ও কুরুকর্মরত ক্ষত্রিয় ও শুদ্র স্বভাব 'উগ্র' নামক পুত্র জন্মে।[৭] ব্রাহ্মণের (ক্ষত্রিয়াদি) তিন বর্ণে,ক্ষত্রিয়ের দুই (বৈশ্য ও শূদ্র) বর্ণে ও বৈশ্যের এক (শূদ্র) বর্ণে জাত—এই ছয়জন 'অপসদ' নামে অনুলোম-সঙ্ককর জাতির কথা স্মৃতিমধ্যে উল্লেখিত রয়েছে।[৮]

অতঃপর ব্রাহ্মণীতে ক্ষত্রিয় দ্বারা উৎপাদিত পুত্র জাতিতে হয় 'সূত',বৈশ্য দ্বারা ক্ষত্রিয়াতে হয় 'মগধ', এবং বৈশ্য দ্বারা ব্রাহ্মণীতে 'বৈদহ' জাতির সৃষ্টি হয়।[৯] এরপর শূদ্র দ্বারা বৈশ্য জাত সন্তান হয় 'আয়োগব' ক্ষত্রিয়জাত হয় 'ক্ষত্তা' এবং ব্রাহ্মণী জাত হয় 'চন্ডাল' জাতি।[১০] শূদ্র দ্বাড়া সৃষ্ট বৈশ্যা, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণীতে যেসব সন্তান হয় তারা প্রতিলোম বর্ণ সংস্কার জাতি হয়। এছাড়াও ব্রাহ্মণ দ্বারা উগাতে আবৃত নামক সন্তান অম্বষ্ঠায় 'আভীর' এবং আয়োগবীতে 'বিগ্ গন' সংঙ্গক পুত্র জন্মে।[১১] অতঃপর শূদ্রদ্বারা প্রতিলম ক্রমে অর্থাৎ বৈশ্যা,ক্ষত্রিয়া ও ব্রাহ্মণী নারীতে যথাক্রমে আয়োগব,ক্ষত্তা ও নরাধম চন্ডাল- এই তিনটি অবসাদ পুত্র জন্মে।[১২] এরপর বৈশ্য দ্বারা ক্ষত্রিয়াতে জাত 'মগধ', ব্রাহ্মণীতে 'বৈদেহ' এবং ক্ষত্রিয় দ্বারা ব্রাহ্মণীতে 'সূত'—এই তিনটি সঙ্করজাতীয় অপসদ প্রতিলমক্রমে জন্মে। এছাড়াও পুক্কস,কুক্কুট,শ্বপাক,বেন প্রভৃতি শঙ্কর জাতির কথা উল্লেখ করেছেন।[১৩] তিনি ভূর্জকন্টক, অবন্ত, বাটধান, পুষ্পধ, শৈখ, ঝল্ল, ম্ল্ল, নিচ্ছিবি, নট, করন, খস, দ্রবিড়, সুধন্বা, আচার্য, কারূষ, বিজন্মা, মৈত্র এবং সাত্বত প্রবৃত্তি ব্রাত্য সংজ্ঞায় অভিহিত জাতির কথা বর্ণনা করেছে।[১৪] এছাড়া সৈরন্ধ, মৈত্রেয়ক, কারাবর, পান্ডুসোপাক, আহিন্ডিক, সোপাক, অন্তাবসায়ী এবং মদন্ত প্রভৃতি বর্ণ সঙ্কর জাতির উৎপত্তি তাঁর গ্রন্থে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি চতুর্বর্ণের বহির্ভূত যে সমস্ত জাতির কথা উল্লেখ করেছেন তাঁদের সকলকেই 'দস্যু' নামে আখ্যায়িত করেছেন।[১৫]

মুখবাহূরুপজ্জানাং যা লোকে জাতয়ো বহিঃ।
ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ॥

উপসংহার—

সুতরাং পরিশেষে বলা যায় যে,মনু উল্লেখিত বর্ণ ব্যবস্থা গুন ও কর্মের উপর ভিত্তি করে স্থাপিত হলেও কালক্রমে অবশ্যই এর ধারণা পরিবর্তিত হয়ে বর্তমান সময়ে জন্মই জাতিভেদ নির্ণায়ক রূপে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

Endnotes

১) ব্রাহ্মণঃক্ষত্রিয়োবৈশ্যস্ত্রয়োবর্ণাদ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থএকজাতিস্তুশূদ্রনাস্তিতুপঞ্চমঃ॥ (মনুসংহিতা১০/৪)

২) ব্রাহ্মনোহস্যসুখমাসীদবাহূরাজন্যঃকৃতঃ।
ঊরূতদস্যযদ্বৈস্যঃপদ্ভ্যাংশূদ্রোআজায়ত॥ (পুরুষসূক্ত-১২)

৩) শূদ্রোব্রাহ্মণতামেতিব্রাহ্মণচেতিশূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবেন্তুবিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈবচ॥ (মনুসংহিতা-১০/৬৫)

৪) উচ্চবর্ণের পুরুষের সঙ্গে নিম্নবর্ণের নারীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে তাকে অনুলোম বিবাহ বলে।

৫) নিম্নবর্ণের পুরুষের সঙ্গে উচ্চবর্ণের নারীর বিবাহ বন্ধনকে প্রতিলোম বিবাহ বলে।

৬) ব্রাহ্মনাদ্বৈস্যকন্যায়ামম্বষ্ঠোনামজায়তে।
নিষাদঃশূদ্রকন্যায়াংযঃপরাসবউচ্যতে॥ (মনুসংহিতা -১০/৮)

৭) ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্রকন্যায়াং ক্রুরাচারবিহারবান্।
ক্ষত্রশূদ্রবপুর্জন্তুরুগ্রো নাম প্রজায়তে॥ মনুসংহিতা- ১০/৯

৮) বিপ্রস্য ত্রিষু বর্ণেষু নৃপতের্বর্ণদ্বয়োঃ।
বৈশ্যস্য বর্ণে চৈকস্মিন্ ষড়েতেঅপসদাঃ স্মৃতাঃ॥ মনুসংহিতা- ১০/১০

৯) ক্ষত্রিয়াদ্বিপ্রকন্যায়াং সূতো ভবতি জাতিতঃ।
বৈশ্যান্মাগধবৈদেহৌ রাজবিপ্রাঙ্গনাসুতৌ॥ মনুসংহিতা- ১০/১১

১০) শূদ্রাদায়োগবঃ ক্ষত্তা চাণ্ডালশ্চাধমো নৃণাম্।
বৈশ্যরাজন্যবিপ্রাসু জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥ মনুসংহিতা- ১০/১২

১১) ব্রাহ্মণাদুগ্রকন্যায়ামাবৃতো নাম জায়তে।
আভীরোঅম্বষ্ঠকন্যায়ামায়োগব্যান্তু ধিগ্বণঃ॥ মনুসংহিতা- ১০/১৫

১২) আয়োগবশ্চ ক্ষত্তা চ চাণ্ডালশ্চাধমো নৃণাম্।
প্রাতিলোম্যেন জায়ন্তে শূদ্রাদপসদাস্ত্রয়ঃ॥ মনুসংহিতা- ১০/১৬

১৩) জাতো নিষাদাচ্ছূদ্রায়াং জাত্যা ভবতি পুক্কসঃ।
শূদ্রাজ্জাতো নিষাদ্যান্তু স বৈ কুক্কুটকঃ স্মৃতঃ॥ মনুসংহিতা- ১০/১৮

১৪) মনুসংহিতা- ১০/২২,২৩

১৫) মুখবাহূরুপজ্জানাং যা লোকে জাতয়ো বহিঃ।
ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ॥ মনুসংহিতা- ১০/৪৫

Bibliography

- বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু, মনুসংহিতা; সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা; ১৪১৯।
- মন্ডল, বিশ্বরূপ, মন্ডল, সুমনা, বেদ বিচিন্তা; সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা; ২০১৯।
- স্বামী, এ.সি.ভক্তিবেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবতগীতা যথাযথ; ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, নদীয়া; ২০২১।
- পাহাড়ি, অন্নদাশঙ্কর, মনুসংহিতা; সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা; ২০১২।